দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২২শে ডিসেম্বরের ট্রাজেডী

সেদিনের ঘাতকরা নিয়োগ পাচ্ছে শিক্ষক হিসেবে

।। শহীদুল ইসলাম বাচ্চু ।।

চট্টগ্রাম ঃ আজ ২২শে ডিসেম্বর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কৃষ্ণতম দিবস। রক্তের অক্ষরে লেখা বেদনা ও শোকের একটি দিন। ৩ বছর আগে ১৯৯০ সালের এদিনে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পাসে সংঘটিত হয় এক বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। নিহত হন ছাত্রনেতা ফারুকুজ্জামান ফারুক। আহত হন ৩০ জন শিক্ষকসহ দু'শতাধিক ছাত্রছাত্রী। একাত্তরের পরাজিত ঘাতক বাহিনীর দোসর জামাত-শিবিরের সশস্ত্র নেতা-কর্মীরা এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটায়। স্টেনগান, কাটা রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার, হকিস্টিক, কিরিচ, দা, ছুরি, লোহার রড, চেইন ও লাঠিসোঁটা সজ্জিত হয়ে শিবিরকর্মী ও তাদের আর্মস ক্যাডার সিরাজুস সালেহীন বাহিনী সেদিন বিনা উস্কানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে। একটানা ৭ ঘন্টা চলে তাদের এই হামলা।

পৈশাচিক এই ঘটনার পর তিন বছর পার হতে চলেছে। কিন্তু এখনো ২২শে ডিসেম্বরের জন্য দায়ী ও চিহ্নিত শিবিরের নেতা-কর্মীদের যথোপযুক্ত বিচার বা শাস্তি কোনটাই হয়নি। তৎকালীন উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের সময়ে একাডেমিক কাউন্সিল প্রাথমিক তদন্ত-শেষে শিবিরের ৫ জন নেতাসহ মোট ১১ জনকে এই ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেন। এদের মধ্যে শিবির নেতা আর্মড ক্যাডার মোজাম্মেল হক ও নেসারুল করিমসহ ৫ জনকে বহিষ্কার করা হয় চিরতরে। ১৯৯১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নয়া উপাচার্য মনোনীত হবার কিছুদিন পর অভিযুক্ত ও বহিষ্কৃত সকল শিবির নেতা 'বেকসুর' খালাস পান। তখন সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে সরকারীভাবেও একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্টে শিবিরের নেতা-কর্মীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত বা দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী প্রায় চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই রিপোর্টটিকে একপেশে, পক্ষপাতদুষ্ট, দায়সারা হিসেবে অভিযুক্ত করে প্রত্যাখ্যান করেন।

২২শে ডিসেম্বরের পর বড় ধরনের আর কোন সহিংস ঘটনা না ঘটলেও ক্যাম্পাস ও হলগুলোর দখল চলে যায় পুরোপুরি শিবিরের দখলে। এসময়ে নয়া উপাচার্য মনোনীত হবার পর জামাত-শিবির চক্র ভার্সিটি প্রশাসনকেও জামাতীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। জামাতের সমর্থক ৫ জনকে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনাটি ঘটেছে এবছরের সেপ্টেম্বর ও চলতি (ডিসেম্বর) মাসে। সেপ্টেম্বর মাসে ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন একজন সাবেক শিবির নেতা এবং গত ২রা ডিসেম্বর আরেক শিবির নেতা নিয়োগ পান দর্শন বিভাগে। ১৯৯০ সালের ২২শে ডিসেম্বরের নৃশংস হামলায় এই দু'জন শিবির নেতা ও ক্যাডার মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দোষী চিহ্নিত করে চিরতরে বহিষ্কারও করেছিলেন। এমনকি ইসলামী ছাত্রী সংস্থার এক নেত্রীও সম্প্রতি দর্শন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

কী হয়েছিল ২২শে ডিসেম্বর

১৯৯০ সালের ২২শে ডিসেম্বর। উপাচার্য আলমগীর সিরাজুদ্দীনের পদত্যাগের দাবিতে জামাত-শিবিরের নেতা-কর্মী ও জামাত-পন্থী শিক্ষকরা ভার্সিটি ১নং গেটসহ ক্যাম্পাস, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি গেট এবং সকল ক্লাসরুমে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এদিকে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রাম রেল স্টেশন থেকে শাটল ট্রেন সকাল সাড়ে ৯টায় ভার্সিটি রেল স্টেশনে এসে পৌঁছে। প্রায় একই সময়ে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা শহর থেকে বাসে চড়ে সেখানে এসে উপস্থিত হন। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা ১নং গেটের কাছে এসে জড়ো হন এবং গেটের তালা খুলে দেবার জন্য শিবিরের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদের পর শিবিরকর্মীরা গেট খুলে দেয়। বেলা সোয়া ১০টা নাগাদ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মচারিগণ ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্রধারী 'সন্ত্রাসীদের' বহিষ্কার ও ক্লাস চালু রাখার দাবিতে মৌন মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি শহীদ মিনার চত্বরে এলে শামসুন্নাহার হল থেকেও একটি ছাত্রী মিছিল মূল মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয়। মিছিল ক্যাম্পাসে প্রবেশের পরপরই শিবিরকর্মীরা গেটে পুনরায় তালা লাগিয়ে দেয়। এসময় শিবিরকর্মীরা ৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চারুসু ভবন ও উপাচার্য ভবনের ছাদের ওপর, কলা ভবনের সামনের গেটে, কাটা পাহাড় মোড়ে ও প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেয় এবং বিভিন্ন ভবন ও অনুষদের গেটে তালা ঝুলিয়ে সশস্ত্র প্রহরা আরোপ করে।

মিছিল কলা অনুষদের সামনে পৌঁছলে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এসময় শিবিরের সশস্ত্র কর্মী ও ঘাতক বাহিনী চারদিক থেকে একযোগে হকিস্টিক, লোহার রড, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাথরের আঘাতে প্রথমে সাবেক উপ-উপাচার্য আলী ইমদাদ খান ও ডঃ হামিদা বানু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একই সময় ইংরেজী বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ শিরিন হকসহ ছাত্রীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয় এবং অনেকের কাপড়চোপড় খুলে ফেলা হয়। শিবির-কর্মীরা ২ জন ছাত্রীকে পাহাড়ের নির্জন স্থানে নিয়ে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চালায়। আহত ও লাঞ্ছিত শিক্ষকরা টিচার্স লাউঞ্জে সমবেত হলে শিবিরকর্মীরা সেখানেও হামলা করে। তারা শামসুন্নাহার হলে ঢুকে ছাত্রীদের মারধর করে। সাড়ে ১১টায় রেল স্টেশন চত্বরে শিবিরকর্মীরা প্রায় ৩০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ১২টার দিকে ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুকুজ্জামান ফারুককে ভার্সিটি লাইব্রেরীর সামনে রাস্তায় ফেলে মাথায় রড-ইট দিয়ে উপর্যুপরি আঘাতে মাথা সম্পূর্ণ থেতলে দেয় এবং অচেতন অবস্থায় ফেলে রাখে। হামলায় আহতদের এম্বুলেন্সযোগে শহরে আনার পথে শিবির-কর্মীরা এম্বুলেন্সেও হামলা করে। বেলা ১টায় পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে শিবিরকর্মীরা বাধা দেয় ও কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। পরে পুলিশ ভেতরে ঢুকে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়। পুলিশের উপস্থিতিতে শিবিরকর্মীরা সশস্ত্র বিজয় মিছিল বের করে। সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে বসবাসকারী কয়েকজন প্রগতিশীল শিক্ষকের বাসায় একযোগে হামলা চালায়। পরদিন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছাত্রনেতা ফারুক মারা যান।